পুলিস কর্তারা জানালেন কে পি পি-র সংগঠন চলে কে এল ও-র টাকায়

সিদ্ধার্থ নাহা, জলপাইগুড়ি ও চিত্রদীপ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি

২৩ ডিসেম্বর– অতুল রায়রা যতই অস্বীকার করুন না কেন, খোদ পুলিস কর্তারা জানিয়ে দিলেন, কে পি পি সংগঠন চালায় কে এল ও-র টাকায়। এমনকি কে এল ও প্রধান জীবন সিংহকে লেখা এক কে পি পি শীর্ষনেতার চিঠি এখন পুলিসের হাতে। গত বছর কুমারগ্রাম এলাকায় পুকুরিতে দুই কে এল ও জঙ্গির কাছ থেকে পুলিস এই চিঠি পায়, যাতে দল চালানোর জন্য ২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু রাম সিং এবং কল্যাণ দাস নামে ওই দুই জঙ্গি জীবন সিংহের হাতে চিঠি পৌঁছে দিতে গিয়ে সি আর পি এফের গুলিতে মারা যায়। রামের পকেটেই পাওয়া যায় সেই চিঠি। পুলিস কর্তারা এই নেতার নাম জানাতে অস্বীকার করলেও জানা গেছে. ওই নেতাটি আর কেউ নন, কে পি পি-র প্রাক্তন সভাপতি নিখিল রায়। যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। এদিকে, এ খবর শোনার পর কে পি পি শিবিরের চরম নিখিলবিরোধী মুখপাত্র অতুল রায় জানান, 'নিখিল হোক বা অতুল, যিনিই এ কাজ করেছেন, প্রমাণ হলে দল তাঁকে বহিষ্কার করতে এক মিনিটেরও কম সময় নেবে। আর আমরা প্রশাসনকে বলছি, আপনারাও ব্যবস্থা নিন।' প্রথম থেকেই নিজেদের কে এল ও বিরোধী বলে এলেও এবার পুলিসের এই কথায় বেশ চাপে পড়ে গেছে কে পি পি। তড়িঘড়ি তারা জানিয়ে দিয়েছে, আমরা দলে খরচ চালানোর জন্য মোটেও কারও সাহায্য নিই না। জনগণের দরজায় দরজায় ঘুরে আমরা ১ টাকা, ২ টাকা সংগ্রহ করি। এদিন জলপাইগুড়ির পুলিস সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্তা জানান, জীবন সিংহের সঙ্গে ৩ বছর আগে ২ বার মিটিং করেছেন কে পি পি-র এই শীর্ষ নেতা। একবার লোয়ারডাঙায়, আর একবার শানকুমার হাটে। সেখানে তাঁদের মধ্যে সংগঠন. আলোচনা হয়। এমনিতে কে এল ও-র বাৎসরিক আয় ছিল ৪০ লক্ষ টাকার মতো। সেটা রাখতেন জীবন সিংহ নিজেই। সেখান থেকে কে পি পি-কে টাকা দেওয়া হত। এমনকি গত ৯৯ সালে রাঙাপাখির কাছে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ডাকাতির ঘটনায় কে পি পি-র হাত ছিল। জেরায় টম, মিল্টনও জানিয়েছে, কে পি পি এবং কে এল ও-র সম্পর্কের কথা। এদিকে, ৫ কে এল ও-র অন্যতম শীর্ষনেতা হর্ষবর্ধন ধরা পড়লেও এখনও অধরা রয়ে গেছেন ওই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পুলস্থ বর্মন ওরফে শশাঙ্ক। গত ২ বছর ধরে জীবন সিংহকে কোষাধ্যক্ষের পদ থেকে সরিয়ে পুলস্থই সব টাকা দেখাশোনা করছিলেন। তবে জঙ্গি নিধন অভিযানে পুলস্থ ২টি এ কে ৫৬ এবং একটি চীনে তৈরি রিভলভার-সহ কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে আরও ৫ জন। প্রথমে আলফার কাছ থেকে ধার হিসেবে নিলেও অপারেশনের ঠিক আগে পর্যন্ত কে এল ও-র কাছে ছিল ২৬টা এ কে ৪৭, ৩টে ইউ এস নি আর ৫টা ৯ এম এম পিস্তল। এর মধ্যে গত ৯ অক্টোবর ২০০২-তে ২টি এবং এ বছর ১৮ অক্টোবর বক্সা থেকে ২টি-সহ মোট ৮টি এ কে ৪৭ উদ্ধার করা হয়। বাকিগুলির খোঁজ চলছে। মিল্টনকে জেরা করে জানা গেছে, ব্যবসায়ীদের মুক্তিপণ হিসেবে পাওয়া টাকার ১টা ভাগ নিয়মিত নিতেন জীবন সিংহ। এবং মিল্টন টাকার একটি হোটেলে গিয়ে সেই টাকা দিয়েও আসে বেশ কয়েকবার। এ নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছিল কে এল ও শিবিরে। ক্ষুব্ধ ছিল টম ও মিল্টনরা। পুলিস জানিয়েছে, ৯৯ সালের ২২ নভেম্বর রাঙাপানিতে রেলের ট্রলি থেকে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ডাকাতি হয়। সেটা হয়েছিল আলফা নেতা রুস্তম চৌধুরির ইশারায়। অপারেশন সফল হওয়ার পর রুস্তম আলফার জন্য একাই নিয়ে যায় ৭ লক্ষ টাকা। বাকি ৪০ হাজার ভাগাভাগি হয় পাত্রখাড়িতে। সেই অপারেশনে ছিলেন তুষার রায়, কল্যাণ রায়, সুবেশ রায় এবং পবিত্র সিং। ওই ঘটনার পর নিখিল রায়ও গ্রেপ্তার হন। কিন্তু পুলিস চার্জশিট দিতে না পারায় তাঁর জামিন হয়ে যায়। আই জি ভূপিন্দার সিং বলেছেন, কোন কোন কে পি পি নেতার যোগ রয়েছে কে এল ও-র সঙ্গে, এখনই তা আমরা বলছি না। যার দিকে আঙুল উঠেছে, সেই নিখিল রায় জানান, 'আমি জীবন সিংহকে চিনি। বেশ কয়েকবার কথাও হয়েছে। আমরা একসঙ্গে আকসু করতাম। তবে টাকা চাওয়ার জন্য কোনও চিঠি লিখিনি। ওকে চেনা বা কথা বলা অপরাধ নাকি?' কে পি পি-র প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাক্তন সভাপতি অতুল রায় একাধিকবার ঘোষণা করেছেন, কে এল ও-র সঙ্গে কে পি পি-র কোনও যোগাযোগ নেই। এমনকি কে এল ও-র জঙ্গি তৎপরতার ঘটনার একাধিকবার তীব্র ভাষায় নিন্দাও করেছেন অতুলবাবু। এখন জানা যাচ্ছে, অতুলবাবু এবং কে পি পি-র বর্তমান সভাপতি নিখিল রায় একাধিকবার কে এল ও চেয়ারম্যান জীবন সিংহের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। ১৭ মার্চ কে পি পি সভাপতি নিখিল রায়কে গ্রেপ্তারের সময় তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল কে এল ও-র সঙ্গে যোগাযোগ। পুলিস অবশ্য নিখিলবাবুর বিরুদ্ধে এতদিন চার্জশিট দিতে পারেনি। ৩ ডিসেম্বর জামিনে মুক্তি পেয়েছেন নিখিলবাবু। এতদিন কে এল ও লিঙ্কম্যান হিসেবে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তারা প্রায় সবাই কে পি পি-র সদস্য ও সমর্থক। এদের মুক্তির জন্য লড়াই করেছে কে পি পি। কে পি পি সংগঠনে অতুল-নিখিল ক্ষমতা দখলের কোন্দল যখন তুঙ্গে, সেই সময় ২২ নভেম্বর চ্যাংড়াবান্ধায় কে পি পি-র অধিবেশনের পর অতুল জানিয়েছিলেন, এরপর দলের কেউ কে এল ও-র লিঙ্কম্যান অভিযোগে গ্রেপ্তার হলে তার দায় দল নেবে না। ৩ ডিসেম্বর জেল থেকে বেরিয়েই নিখিল জানিয়েছিলেন, পুলিস মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। কাজেই কে এল ও-র লিঙ্কম্যান অভিযোগে কেউ গ্রেপ্তার হলে অবশ্যই কে পি পি তার পাশে দাঁড়াবে। অতুলবাবুরা যতই অস্বীকার করুন কিংবা প্রকাশ্যে কে এল ও-র নিন্দা করুন, জন্মসূত্রেই কে পি পি কে এল ও একই গ্রন্থিতে বাঁধা।

AAJKAL
24 DEC 2003

কে এল ও-র নির্দেশে খুন সিপিএম নেতা, কবুল টমের

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি ও নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: কে এল ও-র কেন্দ্রীয় কমিটি সি পি এম নেতা গোপাল চাকিকে ‘শত্রু’ হিসাবে ঘোষণা করে মারার নির্দেশ দিয়েছিল বলেই ধূপগুড়িতে সি পি এমের অফিসে হামলা চালানো হয়েছিল, কবুল করেছে টম অধিকারী। কী ভাবে গোপালবাবুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, শনিবার রাত থেকে টানা জেরায় টম তা বিস্তারিত ভাবে জানিয়েছে বলে পুলিশের দাবি। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত বলেন, ১৭ অগস্ট সি পি এমের ওই

ANADABAZAR PATRIKA 23 DEC 2003

টম : সি পি এম দপ্তরে হামলা আলফার অস্ত্রেই

চিত্রদীপ চক্রবর্তী: শিলিগুড়ি, ২২ ডিসেম্বর— আলফার কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে ধূপগুড়ির সি পি এম দপ্তরে হামলা চালিয়েছিল কে এল ও জঙ্গিরা। কে এল ও-র অ্যাকশন স্কোয়াডের মাথা টম অধিকারীকে জেরা করে এ তথ্য জানতে পেরেছে পুলিস। সেই অপারেশনে টম নিজে হাজির ছিল। শুধু তাই নয় টমকে জেরা করে জানা গেছে, উত্তরবঙ্গে ব্যবসায়ীদের অপহরণ করতে একসঙ্গে কাজ করত আলফা এবং কে এল ও। ধৃত টমকে জেরা করে এটাও জানা গেছে, নিশিগঞ্জের ব্যবসায়ীপুত্র গোপাল দেবনাথের মুক্তিপণ বাবদ পাওনা টাকা নিয়ে ঠিকঠাক রফা হয়নি তার পরিবার এবং কে এল ও-র মধ্যে। এর মধ্যেই সেনা-অভিযান শুরু হতেই উদ্ধার হয়ে যান গোপাল। সুস্থ হওয়ার পরই তিনি জানিয়েছিলেন, আমার বাড়ি থেকে জঙ্গিদের টাকা দেওয়া হয়েছে এমন খবর আমার কাছে নেই। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, তাদের তালিকায় ২০ জনের মোস্ট ওয়ান্টেডের তালিকা থাকলেও ৫ জনের হদিশ পেয়েছে তারা, কিন্তু বাকি ১৫ জন গেল কোথায়। আপাতত এদের খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছেন পুলিস কর্তারা। তবে এখনও পর্যন্ত পুলিস একটা ব্যাপারে পরিষ্কার, তা হল জীবন সিংহ পালিয়েই রয়েছে। নভেম্বর মাসে বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে সে চম্পট দেয়। আর তার পরই কে এল ও শিবির দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। একটা চরমপন্থী ও একটা নরমপন্থী। ইদানীং নরমপন্থীরা বেশ শক্তিবৃদ্ধি করে ফেলেছিল। তারা চাইছিল আত্মসমর্পণ করতে। পুলিসি জেরায় ধৃত জঙ্গিরা স্বীকার করেছে, ৯৮ সালে ব্যবসায়ী নরেশ দাসকে অপহরণ ও খুন করার পর মৃতদেহ হাপিস করে ফেলা হয়। সেই কাজ যৌথভাবে করেছিল আলফা এবং কে এল ও। এই দুই সংগঠন এক হয়ে যাওয়ায় আপাতত রসদ এবং অর্থ সংগ্রহ করত কে এল ও এবং আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করত আলফা। এদিকে জেরা করার খবর বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় এদিন থেকে গোপনে জেরা করা শুরু হয়েছে। পুলিসি সূত্রে জানা গেছে, ধৃত মহিলা কে এল ও জঙ্গি অঞ্জনা সিং রায় গত নভেম্বরে ময়নাগুড়ির পানবাড়িতে নিজের বাড়ি থেকে ঘুরে ভুটান ক্যাম্পে পৌঁছয়।

ভুটান জুড়ে সতর্কতা, বদলা নিতে পারে ফেরার জঙ্গিরা

বিশ্বজিৎ আচার্য, আলিপুরদুয়ার ও সিদ্ধার্থ নাহা, জলপাইগুড়ি: ২২ ডিসেম্বর— ভুটান ফৌজ অবরুদ্ধ ও বিপর্যস্ত জঙ্গি পরিবারের মহিলা ও শিশুদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দিচ্ছে। এ জন্যই জঙ্গি-বিরোধী অভিযান শিথিল করে দিয়েছে। দু'দিন গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যায়নি। গুঁড়িয়ে দেওয়া আলফা শিবিরের শিশু-মহিলাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর তামুলপুর ছাউনিতে নিয়ে আসা হয়েছে। বিভিন্ন জঙ্গি ডেরা থেকে ৫০০ এ কে-৪৭ রাইফেল, একশোর ওপর পিস্তল, ৬০ মিলিমিটার মর্টার, প্রচুর অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান, এস এল আর, দেড় লাখ রাউন্ড সাধারণ কার্তুজ এবং এ কে সিরিজের গুলি উদ্ধার করা হয়েছে ৮০ হাজার। জানিয়েছেন ভুটান ফৌজের এক মুখপাত্র। আলফা অবশ্য হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভুটানিদের বয়কট করার আহ্বান জানিয়েছে। এন এস সি এন (আই এম) আলফাকে সমর্থন করে নাগাল্যান্ড ও মণিপুরে বন্‌ধ ডেকেছে। ভুটান-সেনা দ্বিতীয় পর্যায়ে জোরদার অভিযান শুরুর তৎপরতা চালাচ্ছে। আলফার পক্ষ থেকে নির্বিচারে হত্যার অভিযোগ তোলা হচ্ছে। ছড়ানো হচ্ছে অত্যাচারের ভয়ঙ্কর গল্পও। ভুটান সরকারের মুখপাত্র ইয়েসে দোর্জি বলেছেন, ভুটান-সেনা আপাতত বিরাম নিচ্ছে। শিগগিরই জঙ্গলে অবস্থানরত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সংহত অভিযান শুরু করবে। ভুটানের দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমে টানা সংঘর্ষে ১৬০ জন জঙ্গির মৃত্যু এবং ৪০০ জঙ্গি আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেছে। ৩০টি জঙ্গি-শিবির ধ্বংস হয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৩০০০ জঙ্গি ভুটানে আশ্রয় নিয়েছিল। জঙ্গি-শিবির ধ্বংস, মৃত্যু, আত্মসমর্পণের পর জঙ্গিদের বড় অংশ ভুটানের গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। বাধ্য হয়ে জঙ্গিরা মধ্য ও দক্ষিণ ভুটানের পাহাড় ও জঙ্গলে অবস্থান করছে। ভুটানের এই সব এলাকার মধ্যে ৫টি জেলা অন্যতম। জেলাগুলি হল— ওয়াংদি ফুদ্রাং, দাগা, মঙ্গর, শেমগং এবং প্রেমাগচেল। পানীয় জল, খাবার এবং পোশাকের অভাবে জঙ্গিরা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছে বলে সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে। আলফা-কে এল ও এবং এন ডি এফ বি জঙ্গিদের প্রতিশোধের আশঙ্কায় ভুটান সরকার আগাম সতর্কতা জারি করেছে। ভুটানের ফৌজ এবং পুলিস সদা সতর্ক। ভুটানের মাটি থেকে জঙ্গিদের নিশ্চিহ্ন করতে নতুন কৌশল তৈরি করছে ভুটান। বন্দী ও আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের পরিচয় এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে থিম্পুতে চলছে সমীক্ষা। ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কাজ দ্রুত শেষ করতে চাইছেন ভুটানরাজ। ভুটানের গ্যালেফুর ওপরে শক্তিবৃদ্ধি করতে আরও সেনা মোতায়েন করছে। এদিকে, সেনাবাহিনীর তাড়া খেয়ে বুক্সা শিবির থেকে পালানোর সময় পাঁচ কে এল ও জঙ্গি দুটি এ কে ৫৬ এবং একটি স্বয়ংক্রিয় ৯ এম এম পিস্তল নিয়ে গেছে। পলাতক জঙ্গিদের মধ্যে কে এল ও-র প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য পুলস্ত্য বর্মন রয়েছে। শিবিরের নগদ টাকাও হাতিয়ে নিয়ে গেছে পুলস্ত্য। সম্ভবত এরা পূর্ব ভুটানের গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছে। কে এল ও-র অন্যতম বড় শিবির বুক্সাতে ছিল ৬টি এ কে ৫৬ এবং ২টি ৯ এম এম পিস্তল। ভুটান বাহিনী এখান থেকে টম অধিকারী এবং মিল্টন বর্মা সহ চারজনকে গ্রেপ্তারের সময় ৪টি এ কে ৫৬, ১টি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল এবং নগদ ৭০ হাজার টাকা উদ্ধার করে। জলপাইগুড়ির পুলিস সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত আজ উদ্ধার-করা এইসব অস্ত্র সাংবাদিকদের দেখান। মিল্টন, টম সহ ধৃত যে পাঁচজন কে এল ও জঙ্গিকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, পুলিসের জেরায় তাদের কাছ থেকে মিলছে সব চাঞ্চল্যকর গোপন তথ্য। পুলিস সুপার জানালেন, ২৪ এপ্রিল ময়নাগুড়ির পেট্রল পাম্প-মালিক প্রতীক ব্যানার্জিকে অপহরণের পর ৪০ লক্ষ টাকা জঙ্গিরা মুক্তিপণ বাবদ পেয়েছে বলে কোনও তথ্য পুলিসের জানা নেই। এই টাকা নিয়ে কে এল ও চেয়ারম্যান জীবন সিং বাংলাদেশে সরে পড়েছে, এমন কোন তথ্যও ধৃত টম পুলিসকে জানায়নি। পুলিস সুপার জানালেন, কে এল ও-র বড় বড় চাঁইয়ের মধ্যে জীবন সিং-সহ বেশ কয়েকজন এখনও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এদের সন্ধানে ভুটানে চলছে জোর তল্লাশি।

অন্য দিকে, ভীমকান্ত বরগোহাঞি(৭৮)-সহ নিহত জঙ্গিদের মৃতদেহ অবিলম্বে তাঁদের আত্মীয়স্বজনের হাতে হস্তান্তরিত করার ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি হাইকোর্ট। মানবাধিকার সংগ্রাম সমিতির আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি ডি বিশ্বাস ও বিচারপতি আই আনসারিকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ সেনাপ্রধানকে নির্দেশ দিয়েছে, ভুটানের জঙ্গিবিরোধী অভিযানে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের সবার মৃতদেহই স্বজনদের হাতে তুলে দিতে হবে। এদিকে, আলফার চেয়ারম্যান অরবিন্দ রাজখোয়া ভুটানের রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুককে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, ভীমকান্ত বরগোহাঞি সাদা পতাকা উঁচিয়ে ধরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তারপরও আপনার ফৌজ ভীমকান্তের ওপর গুলি চালায়। ন্যূনতম মানবাধিকার বোধ থাকলে বরগোহাঞির মৃতদেহ ওঁর আত্মীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেবেন।

AAJKAL 23 DEC 2003

AAJKAL

22 DEC 2003

অপারেশন না হলে নিজেই জীবনকে মেরে ধরা দিতাম! টম

বাঁদিক থেকে ভীম ডাকুয়া, সঞ্জয় অধিকারী, টম অধিকারী (চেক জামা), মিল্টন বর্মন (নীল গেঞ্জি) এবং পবিত্র সিংহ। রবিবার জলপাইগুড়ির নবাববাড়ি আদালতে। ছবি: সোমনাথ মুখার্জি

চিত্রদীপ চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি

২১ ডিসেম্বর— জেরার জবাবে রীতিমতো চাঞ্চল্যকর তথ্য জানাল ধৃত কে এল ও-র শীর্ষস্থানীয় নেতা টম অধিকারী। পুলিসকে সে সরাসরি জানাল, আমার শেষ টার্গেট ছিল কে এল ও প্রধান জীবন সিংহ। এরকম অপারেশন না হলে আমি নিজেই জীবনকে মেরে আত্মসমর্পণ করতাম। আক্ষেপ, সেটা হল না। টমের এই স্বীকারোক্তিতে অবাক হয়ে গেছেন খোদ পুলিস কর্তারাই। জানা গেছে, কে এল ও-তে এই সঙ্কট ৪০ লক্ষ টাকা নিয়ে। ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ী প্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে মুক্তিপণ বাবদ ওই টাকাটা পাওয়ার পর তা নিয়ে জীবন সিংহ ওরফে তমির দাস একাই চম্পট দেয় বাংলাদেশে। আর তাতেই চটে যায় টমরা। ইদানীং টম নিজের সংগঠনে এসেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। কারণ, প্রতীক অপারেশনে যারা ছিল সবাই চাইছিল টাকার ভাগ। এমনকী এটাও রটে যায় টম একা আত্মসাৎ করেছে সব টাকা। বাধ্য হয়ে টম এই সিদ্ধান্ত নেয়। আই জি ভুপিন্দার সিং জানান, অথচ আমরা জানতাম টম জীবন সিংহের ডান হাত। এদিকে ধৃত কে এল ও জঙ্গিদের দলে এক মহিলা জঙ্গির হদিস পেল পুলিস। তার নাম রঞ্জনা রায়। বাড়ি ময়নাগুড়ি। সে স্থানীয় কবিরাজ পবিত্র সিং বড়ুয়ার স্ত্রী। পুলিস জানিয়েছে, গোমটু ভুটান থেকে মোট ১৪ জন জঙ্গি ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে রঞ্জনা রয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে তাদের হাতে পাবে রাজ্য পুলিস। এদিকে প্রায় ১০০ জন কে এল ও জঙ্গি থাকলেও বাকিরা পালিয়েছে বলে সন্দেহ পুলিসের। ধরা পড়েছে পুলস্ত্য বর্মন ও হর্ষবর্ধন নামের দুই জঙ্গিও। আই জি জানান, আলফা আর কে এল ও ভাই-ভাই। এদিকে বুক্কা ক্যাম্পে হানা দিয়ে জঙ্গি শিবির থেকে পাওয়া গেছে ৪টি এ কে ৪৭ ও ১টা চীনের রিভলভার। ক্যাম্পেই পাওয়া গেছে নগদ ৫ লক্ষ টাকা। মনে করা হচ্ছে এটা কোনও মুক্তিপণের টাকা। জেরাতে টম জানিয়েছে, জীবন সিংহ এখন আমাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক। পুলিস জানাচ্ছে, ভুটানের সেনা ঘিরে ফেলার পর কোনও ঝামেলায় না গিয়ে এরা আত্মসমর্পণ করে। শনিবার রাতেই টম 'আজকাল'-কে জানিয়েছিল, আমি 'সারেন্ডার করেছি'।

আজকাল জনমত লোকসভা ভোটের আগে বিরাটকে সামনে আনবে কংগ্রেস? গতকালের প্রশ্ন → নির্বাচ

AAJKAL

21 DEC 2003

P.T.O.

৫ কে এল ও নেতা পুলিসের হাতে

চিত্রদীপ চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ নাহা, বিশ্বজিৎ আচার্য ● জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার

২০ ডিসেম্বর— অপহৃত একজন ব্যবসায়ী এবং সেনা অভিযানে ধৃত প্রথম সারির ৫ কে এল ও জঙ্গিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে আজ তুলে দিল ভুটানের ফৌজ। টম অধিকারী, মিল্টন বর্মন, ভীম ডাকুয়া, পবিত্র সিংহ ওরফে প্রকাশ সিংহ এবং সঞ্জয় অধিকারীকে ভুটান-জলপাইগুড়ি সীমান্তের ফুন্টশোলিঙে ভারতীয় সেনার হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোপাল দেবনাথ নামক একজন ব্যবসায়ীকেও জঙ্গিদের ডেরা থেকে উদ্ধার করে ভুটান ফৌজ ভারতের কাছে হস্তান্তরিত করেছে। ২০ সেপ্টেম্বর নিশিগঞ্জ থেকে গোপালকে কে এল ও জঙ্গিরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। এবং দীর্ঘদিন ধরেই জঙ্গি শিবিরে আটকে রাখে। শনিবার সন্ধ্যায় ৫ জঙ্গি এবং ব্যবসায়ীকে হেলিকপ্টারে নিয়ে আসা হয় বিন্নাগুড়ি ক্যান্টনমেন্টে। রাতে ৮টি গাড়ির কনভয়ে কড়া পহারায় তাদের জলপাইগুড়িতে পুলিস সুপারের অফিসে নিয়ে আসা হয়। কে এল ও-র এই ৫ জঙ্গি নেতার মধ্যে ৪ জনকে ধরা হয়েছে ভুটানের সামসি জেলার বুক্কা শিবির থেকে, সঞ্জয়কে আলফার সদর শিবির থেকে। ব্যবসায়ী গোপাল দেবনাথও ছিলেন বুক্কা শিবিরেই। আই জি (উত্তরবঙ্গ) ভুপিন্দর সিং এই খবর জানিয়েছেন। তবে টম 'আজকাল'-কে জানান, তারা আত্মসমর্পণ করেছে। মিল্টন কে এল ও-র ৫ প্রতিষ্ঠাতার অন্যতম, সংগঠনের দু-নম্বর নেতা। টম অ্যাকশন স্কোয়াডের নেতা— 'এরিয়া কমান্ডার'। ধূপগুড়ি সি পি এম অফিসে হামলা এবং ৫ জনকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে টমের বিরুদ্ধে। ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ী প্রতীক ব্যানার্জিকে অপহরণের নায়কও টম। কে এল ও-র এক নম্বর নেতা জীবন সিংহ মৃত না জীবিত, তা জানাতে পারেননি পুলিস কর্তা ভুপিন্দার সিং। এদিকে তিন জঙ্গি সংগঠনের ডাকা বন্‌ধে আসামে আংশিক সাড়া মিললেও উত্তরবঙ্গে এর কোনও প্রভাব পড়েনি। এদিকে, আজ সকালেই প্রথম ভারতীয় ফৌজের কাছে ভুটান প্রাথমিক সাহায্য চেয়েছে। আলফা জঙ্গি ঘাঁটি ৭০৯ এবং এন ডি এফ বি-র জঙ্গি ঘাঁটি বেথেনি ধ্বংস হয়েছে। দুই ঘাঁটিতে কোনও জঙ্গি হতাহতের চিহ্ন পায়নি জওয়ানরা। শিবির আক্রান্ত

এরপর ৫ পাতায়

৫ কে এল ও নেতা পুলিসের হাতে

১ পাতার পর

হওয়ার আগেই গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেয় জঙ্গিরা। জঙ্গিরা দেওয়াং সংলগ্ন জঙ্গল থেকে ফৌজি জওয়ানদের গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোঁড়ে, গুলিও চালায়। এক সেনা এবং দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। জঙ্গিদের ব্যবহার করা বেশ কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। ভুটানের গভীর জঙ্গল ও দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় সেনা-জঙ্গি সঙ্ঘর্ষের ছবি তুলেছে সেনাবাহিনী। ভুটান ফৌজ জঙ্গিদের বিচ্ছিন্ন করে বেশ কয়েকটি জায়গায় তাদের ঘিরে ফেলেছে। মনোবল ভেঙে জঙ্গিদের জল ও খাবার থেকে দূরে রাখাই 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউটের' বর্তমান কৌশল। যদিও এখনও বেশ কিছু জঙ্গি প্রাণপণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে জওয়ানদের ল্যান্ডমাইন দিয়ে তৈরি চক্রব্যূহতে আটকে রেখে। বেশ কিছু ব্রিজও উড়িয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা। ফলে সেনা অভিযান থমকে যাচ্ছে। ভুটান ফৌজ আধুনিক অস্ত্র ছাড়াও ব্যবহার করছে 'পাতাং'। ধারাল এই অস্ত্রের ঘায়ে ছিন্ন হচ্ছে জঙ্গিদের শরীর। আজও ভুটানের কাছে রেডক্রসকে ঢুকতে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু ভুটান সরকার রাজি হয়নি। আজ শনিবার ভোর পাঁচটা থেকে আসাম ও উত্তরবঙ্গ জুড়ে জঙ্গিদের ডাকা ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধে উত্তরবঙ্গের কোথাও কোনও প্রভাব পড়েনি। তিন জঙ্গি গোষ্ঠী আসামের আলফা, এন ডি এফ বি এবং উত্তরবঙ্গের কে এল ও যৌথভাবে আচমকা এই বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় কে এল ও অধ্যুষিত কুমারগ্রাম, শামুকতলা, বারভিষা, টোটোপাড়া, সঙ্কোশ, নিউল্যান্ডস, বক্সা ইত্যাদি কোথাও বন্‌ধের কোনও প্রভাব নেই। কোচবিহারেও একই চিত্র।

গুয়াহাটি থেকে সমর দেব এবং বঙ্গাইগাঁও থেকে বাদলকৃষ্ণ রায় : আলফা, এন ডি এফ বি এবং কে এল ও-র ডাকা ৪৮ ঘণ্টা বন্‌ধের প্রথমদিনে প্রায় গোটা আসামে জীবনযাত্রা কমবেশি আজ ব্যাহত হয়েছে। বন্‌ধ পালিত হয়েছে বড়ো আঞ্চলিক পরিষদ এলাকাতেও। বন্ধ ছিল স্কুল, কলেজ। দোকানপাটও বেশিরভাগই বন্ধ ছিল। বিমান এবং ট্রেন অবশ্য চলেছে। এদিকে ভুটান থেকে তাড়া খেয়ে আসামের বঙ্গাইগাঁও জেলায়-ঢোকার পথে ভারতীয় জওয়ানদের গুলিতে কাল প্রাণ হারিয়েছে এক মহিলাসহ ৩ আলফা জঙ্গি। ঘটনাটি ঘটে সীমান্তের ১৯৮ নম্বর খুঁটির কাছে। পৃথক ঘটনায় জওয়ানদের হাতে ধরা পড়েছে এন ডি এফ বি-র ৪ জঙ্গি। এদের আজ তুলে দেওয়া হয়েছে বিজিনি থানার পুলিসের হাতে। ভুটান থেকে সংবাদ সংস্থার খবর, জঙ্গিদের ৩০টি ঘাঁটিই ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ভুটানের বিদেশ মন্ত্রকের ডিরেক্টর ইয়েশে দোর্জি জানিয়েছেন, শীর্ষস্থানীয় আলফা নেতা বিজু ডেকা-সহ ২৫ জন জঙ্গি গতকাল আত্মসমর্পণ করেছে। এদেরও ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর আগে ধরা পড়েছে আলফার প্রচারসচিব মিথিঙ্গা দইমারি, 'মেজর' বেনিং রাভা, রবিন নেওগ, এন ডি এফ বি-র প্রচারসচিব বি এরাকদাও। এরা এখন ভারতীয় ফৌজের হেফাজতে আছে বলে খবর। প্রবীণ আলফা নেতা ভীমকান্ত বরগোহাঞি-র মৃতদেহ আজ রাতে পৌঁছেছে তিনসুকিয়া জেলার দুমদুমার বাড়িতে। ভুটানের সামরিক সূত্রের খবর, স্বয়ং ভুটানের রাজা নিজে এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র জিগিয়েল ওয়াংচুক জঙ্গি হটানোর অভিযান তদারকি করছেন। আগরতলা থেকে আজকালের প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, ত্রিপুরার এ টি টি এফ জঙ্গি গোষ্ঠী হুমকি দিয়েছে, ভুটানি সেনার সঙ্গে লড়তে তারা নাকি ১০০ জঙ্গিকে পাঠাচ্ছে। জানা গেছে, বাংলাদেশের গোপন ঘাঁটি থেকে আলফাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৯ জঙ্গি সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যে সব ভুটানি ব্যবসায়ী কাজে ভারতে আছেন, বিশেষত উত্তরপূর্বে, তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আলফার কমান্ডার-ইন-চিফ পরেশ বড়ুয়া ঢাকায় বসেছিলেন অন্য জঙ্গি নেতাদের নিয়ে।

কলকাতার খবর : জঙ্গি দমনের নামে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার সীমান্তে ডুয়ার্স অঞ্চলের চা বাগানে ত্রাসের সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই অভিযোগ করেছে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন। এদিকে, সংগঠনের পক্ষ থেকে কাল সোমবার মহাকরণ অভিযান করা হচ্ছে। রাজ্য সম্পাদক কার্তিক পাল রাজ্য সরকারের নতুন কর বয়কটের ডাক দিয়েছেন।

AAJKAL

21 DEC 2003

আলফার মাথা 'মামা' নিহত

১ পাতার পর

লক্ষ্য করার মতো কোনও গতিবিধি নেই। কেবল সীমান্তে ছাউনি, বেতার সংযোগের অ্যান্টেনা, বোফর্স কামান, হেলিপ্যাড থেকে হেলিকপ্টারের উড়ান চোখে পড়ছে। এর বাইরে ভারত-ভুটান সীমান্তের ভুটান গেট বন্ধ, সেখানে ভুটান পুলিস নীল রঙের উর্দি পড়ে মোতায়েন। ভুটান ফৌজের বেশ কিছু সাঁজোয়া গাড়িকেও পথে টহল দিতে দেখা গেছে। সোমবার কাকভোরে 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' শুরু হওয়ার দিন ভারত-ভুটান সীমান্তে টানা গুলি ও বোমার শব্দ শেষ শোনা গিয়েছিল। তারপর ৭২ ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও সীমান্ত নিস্তব্ধ। গোলাবারুদের কোনও শব্দ শোনা যায়নি। ফলে ভুটানের অভ্যন্তরে আদৌ কী হচ্ছে তা জানতে পারছে না কেউ। সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, ভুটানের মাটিতে ঘাঁটি করে বসে থাকা জঙ্গিরা নতুন কায়দা নিয়েছে। সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যা বাড়লে ভুটান ভারতীয় সেনার সাহায্য চাইতে পারে। এমন আশঙ্কা করে জঙ্গিরা গেরিলা আক্রমণ এবং নিজেদের নতুন গোপন ডেরায় চলে যেতে চাইছে। অপর একটি সূত্রের মতে, ভুটানের জঙ্গি শিবিরে আক্রমণ হবে ১৫ ডিসেম্বর। ভুটান সংসদে এই ঘোষণা হয়েছিল প্রায় ৬ মাস আগে। এরপরই জঙ্গিরা ভুটানের সেই শিবির থেকে গোপন আস্তানা তৈরি করতে থাকে। ফলে ভুটান ফৌজ বেশ কিছু জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে দিলেও সেই শিবিরগুলোতে কোনও জঙ্গির মৃত্যু হয়নি। পরবর্তীকালে ওই সেনারা পাহাড়-জঙ্গলে অভিযান চালাতে গিয়ে জঙ্গিদের তৈরি ল্যান্ডমাইনের ফাঁদে পড়ে। জঙ্গিরা পাহাড়ের উঁচু জায়গা থেকে গাছ ফেলে সেনাদের আক্রমণ করছে। এদিকে ভুটান সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইলেই ভুটানের জমিতে ভারতীয় সেনা জঙ্গি নিধনে নামতে তৈরি বলে সেনাবাহিনীর এক সূত্রে জানা গেছে। এরই মধ্যে সেনাবাহিনীর কিছু জওয়ানের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

শিলিগুড়ি থেকে চিত্রদীপ চক্রবর্তী: বন্দী হস্তান্তর নিয়ে সরকারি পর্যায়ে কথাবার্তা বলতে শুক্রবার বিকেলে ভুটানের কালিখোলায় আই জি (উত্তরবঙ্গ), জলপাইগুড়ির পুলিস সুপার এবং বিভাগীয় কমিশনার রওনা হয়েছেন। কে এল ও-র দুই শীর্ষ জঙ্গি টম অধিকারী এবং মিল্টন বর্মনের ভুটান রয়াল আর্মির হাতে ধরা পড়ার খবর থাকলেও এদিন পর্যন্ত তাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। কাজেই রাজ্য পুলিস এখনও নিজেদের হেফাজতে পায়নি কে এল ও জঙ্গিদের। জানা গেছে, সার্কের নিয়ম অনুযায়ী এই বন্দী প্রত্যর্পণ হবে। এদিকে গত ২ দিন ধরে জলপাইগুড়ি পুলিস মিল্টন এবং টমের ব্যাপারে আলাদা ফাইল তৈরি করেছে। কারণ জঙ্গিদের ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার আগে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জানতে চাইছে ভুটান সরকারও। দুজনের নামে অপহরণ, খুন, অস্ত্র আইন ছাড়াও রয়েছে দেশদ্রোহিতার মতো মামলাও। এদিকে, এই দুই কুখ্যাত জঙ্গির বিভিন্ন কোণ থেকে তোলা ছবি কম্পিউটারে ফেলে তা দেখা হচ্ছে যাতে এদের চিহ্নিত করতে ভুল না হয়। এক পুলিসকর্তার মতে, যেহেতু এরা জঙ্গি তাই ডামি থাকতেই পারে। তবে এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পুলিস এই দুই জঙ্গিকে জেরা করার সময় হাজির রাখবে আত্মসমর্পণকারী কে এল ও জঙ্গিদের। যারা ইতিমধ্যেই স্পটার হিসেবে পুলিসকে এর আগে বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেছেন। জেরার সময় এদের সাহায্য নেওয়া হবে। কারণ পুলিসের অনুমান বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে জঙ্গিরা এবার পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ নিতে পারে। এক্ষেত্রে ধরা পড়া জঙ্গিদের কাছ থেকে এদের সম্পর্কে কোনও কিছু খবর পেলে যাতে দ্রুত চলে গিয়ে পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া যায়। আই জি (উত্তরবঙ্গ) ভূপিন্দার সিং গত দু-দিন ধরেই জানাচ্ছেন, সরকারি ভাবে তাঁরা টম এবং মিল্টনের গ্রেপ্তারের কোনও খবর জানেন না। অবশ্য আই জি একথা বললেও দুদিন ধরে দফায় দফায় ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে পুলিসের আলোচনায় এটা স্পষ্ট দু-একদিনের মধ্যেই টম এবং মিল্টন এসে যেতে পারে পুলিসের হাতে। রাজ্য পুলিসের কাছে কে এল ও জঙ্গিদের মোস্ট ওয়ান্টেডের যে তালিকা রয়েছে তাতে রয়েছে আরও ৮ জনের নাম।

দিল্লি থেকে অসীম নাথ: ভুটান থেকে তাড়া খেয়ে জঙ্গিরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এদের রুখতে জেলা প্রশাসনকে আধা সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে কেন্দ্রের সাহায্য করা উচিত। আজ লোকসভায় এই দাবি করেছেন কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি। এদিন একটি মুলতুবি প্রস্তাব এনে প্রিয় বলেন, ভুটান সেনাবাহিনীর হাত থেকে বাঁচতে জঙ্গিরা পালিয়ে আসছে উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ, কোচবিহার, শিলিগুড়ি এবং দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকায়। ভারত-ভুটান সীমান্ত সিল করে দেওয়ার দরুন জঙ্গিরা দুদেশের মধ্যে প্রবাহিত কয়েকটি নদীপথ ব্যবহার করছে। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, জঙ্গিদের এভাবে উত্তরবঙ্গে আশ্রয় নেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্র কথা বলুক আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে উত্তরবঙ্গে আর শান্তি থাকবে না। তিনি দাবি করেন এখনই উত্তরবঙ্গের এসব জেলায় আধা সামরিক বাহিনী পাঠানো উচিত কেন্দ্রের। জেলা প্রশাসনকে তারা গিয়ে সাহায্য করুক। নতুবা জঙ্গিদের আটকানো যাবে না। এ সময় অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় ছিলেন না। সংসদীয়মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ জানান, তিনি বিষয়টির প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খোঁজখবর নিয়ে সংসদকে অবহিত করবেন।

AAJKAL 20 DEC 2003

ভুটানি সেনার কাছে টম ও মিল্টনের আত্মসমর্পণ

স্টাফ রিপোর্টার: ভুটানের পাহাড়ি জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে থাকা জঙ্গিদের উচ্ছেদ করতে সেনা অভিযানের সময় 'রয়্যাল ভুটান আর্মি'র কাছে আত্মসমর্পণ করেছে কে এল ও-র দুই শীর্ষ নেতা টম অধিকারী ও মিল্টন বর্মা। সোমবার সকালে জঙ্গি উচ্ছেদের ওই অভিযান শুরু হয় এবং বুধবার সকালে খবর পাওয়া যায়, ওই দু'জন ধরা পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও তাদের ধরা পড়ার কথা জানায়। মহাকরণে স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব বুধবার বলেন, "কে এল ও-র দুই শীর্ষ নেতার ধরা পড়ার খবর এসেছে।" আজ, বৃহস্পতিবার সকালে তাদের হেলিকপ্টারে করে বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনিতে উড়িয়ে আনা হবে বলে পুলিশি সূত্রের খবর।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত এ দিন বিন্নাগুড়ি সেনা ছাউনিতে কয়েক ঘণ্টা বৈঠকও করেন। বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ তিনি বলেন, "কত জঙ্গি ও কারা ধরা পড়েছে, তা জানতে আমরা ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হলেই আমরা তাদের আদালতে তুলব।"

কে এল ও-র জঙ্গি তৎপরতা শুরু হওয়ার পর থেকেই পুলিশ টম ও মিল্টনকে খুঁজছিল। দেশদ্রোহ, হত্যাকাণ্ড, অপহরণ, লুঠপাটের বহু মামলায় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও দার্জিলিং পুলিশের খাতায় তাদের নাম আছে। কিন্তু পুলিশ তাদের টিকিটির সন্ধানও পায়নি। ৩০-৩৫ বছর বয়সী ওই দুই যুবক জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা। দু'জনেরই একাধিক নাম আছে। গত বছর অগস্টে ধূপগুড়িতে সি পি এমের অফিসে হামলা চালিয়ে পাঁচ জনকে হত্যার ঘটনায় দু'জনেই জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ। মিল্টনের বিরুদ্ধে ১৩টি ও টমের বিরুদ্ধে ১২টি মামলা ঝুলছে। টমের বাবা, প্রাণকৃষ্ণ রায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। বানারহাটের ফটকটারি গ্রামের বাড়িতে বসে তিনি এ দিন বলেন, "ছেলের জন্য আমাদের অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। ও ধরা পড়েছে কি না, আমরা জানি না। তবে আমরা কোনও খোঁজ নিতে যাব না।"

শামুকতলা থেকে বিশ্বজ্যোতি ভট্টাচার্য জানাচ্ছেন, টম ও মিল্টন ধরা পড়লেও সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় ফৌজের তল্লাশি অভিযান পুরোদমে চলছে। অচেনা মুখ চোখে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তা জানানোর জন্য ভুটান সীমান্তবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের বলে দিয়েছেন জওয়ানেরা। পাহাড়ি জঙ্গল থেকে জঙ্গিদের খেদাতে রয়্যাল ভুটান আর্মির অভিযানের প্রেক্ষিতে জলপাইগুড়ির ভুটান-সীমান্তে প্রচুর ভারতীয় সেনা সোমবার থেকেই মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে জঙ্গিরা সীমান্ত টপকে ভারতে আসতে না-পারে। অতিরিক্ত সাত কোম্পানি বি এস এফ মোতায়েন করা হয়েছে। পাঁচ কোম্পানি রয়েছে জলপাইগুড়ির ভুটান সংলগ্ন এলাকায়, দুই কোম্পানি আছে কোচবিহারে অসম-সীমানায়। কোকরাঝাড়ের পুলিশ সুপার বিজয়কৃষ্ণ রামশেট্টি এ দিন বলেন, "ভুটানে তাড়া খেয়ে এন ডি এফ বি ১৬ জঙ্গির একটি দল কোকরাঝাড়ে ঢোকার চেষ্টা করছে বলে খবর পেয়েছি। সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছি। সীমান্ত কার্যত সিল করে দেওয়া হয়েছে।"

জলপাইগুড়ির সীমান্ত ঘেঁষা জয়গাঁ, মাদারিহাট, বক্সা, জয়ন্তী, ময়নাবাড়ি এলাকায় বি এস এফ মোতায়েন করা হয়েছে। পিপিংয়ে কেন্দ্রীয় জল কমিশনের শাখা দফতরের ভারপ্রাপ্ত সূর্যবাহাদুর থাপা বলেন, "এই অভিযানের ফলে ভুটানে আমাদের তিন জন কর্মী আটকে পড়েছেন।" ভুটানঘাটে সি আর পি-র ও সি দীপক রহিল্লা বলেন, "আমরা খবর পেয়েছি, ৬০-৬৫ জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের মধ্যে প্রায় ৪০ জন মহিলা। ওই জঙ্গিরা মূলত আলফার বলেই খবর পেয়েছি।" কিন্তু বেশ কিছু জঙ্গি পালিয়ে গিয়েছে এবং তারা জলপাইগুড়ির বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় ঢুকবে বলে সামরিক গোয়েন্দাদের ধারণা। সেই জন্যই তল্লাশি থামেনি।

সোমবার সকাল সাড়ে ৯টায় অভিযান শুরু হয়েছে, বুধবার বিকালেও শামুকতলা হয়ে ভুটানঘাটে যাওয়ার রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি, ট্রাক ও খচ্চর নিয়ে ফৌজিদের সারি বেঁধে যেতে দেখা যায়। কয়েক জন জওয়ান জানালেন, খচ্চরের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সীমান্তের পাহাড়ি জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান যে বেশ কিছু দিন ধরেই চলবে, এই রসদ বহন সম্ভবত তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ময়নাবাড়ি, রায়ডাকের জঙ্গলের রাস্তায় বাইকে চড়ে অয়্যারলেস সেট নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছেন জওয়ানেরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতাও চাওয়া হয়েছে।

ময়নাবাড়ির ১০ হালিয়া বস্তির বাসিন্দা, চুনু খেরিয়া, রঞ্জিত মুন্ডা, ডেঙ্গু মুন্ডারা জানান, "মঙ্গলবার রাতে আমাদের এলাকায় ফৌজিরা এসে বলেন, অচেনা কোনও মুখ দেখলেই আমাদের খবর দেবে। পিপিংয়ের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ সোমবার বিকালের পরে আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু ২৪ ঘণ্টাই বি এস এফ এবং সেনা জওয়ানেরা এলাকায় আঁতিপাঁতি করে তল্লাশি চালাচ্ছেন।"

ANADABAZAR PATRIKA 18 DEC 2003

The Economic Times
18 DEC 2003

Bhutan Army puts Ulfa, KLO in tight spot

Our Guwahati Bureau
17 DECEMBER

THE banned United Liberation Front of Asom (ULFA) and Kamatapur Liberation Organization (KLO) received serious jolts with the arrests of Mithinga Daimary, Tom Adhikary and Dalton Barman in Bhutan following the ongoing arms operation by Royal Bhutan Army against the three anti-India militant groups.

According to a reliable source, Mithinga Daimary alias Deepak Das the publicity secretary of ULFA, Tom Adhikary supposedly a top leader of KLO and Dalton Barman another senior militant leader were identified during a identification parade. Assam chief minister Tarun Gogoi, when contacted by ET, expressed satisfaction over the arrest of some top leaders of militant outfit. However, he said the militant outfits have yet to give any indications of surrender. Assam police is optimistic the arrested militants will be handed over to them for interrogation. "Bhutan will hand over the militants but not now. Now they will utilise them for more information" a top police official said.

Meanwhile, NDFB has asked Bhutan to stop action against them in line with ULFA. According to unconfirmed sources, after the fall of both the headquarters i.e. central and general, the ULFA militants are now worried about the safety of their women and children who were left behind by the fleeing militants.

At Flush Point: Soldiers of the Royal Bhutan Army check villagers at a border checkpost in Bhutan Samdrup Jongkhar near the border on Wednesday. – PTI

Official sources believe there are many other middle rung leaders of the three outfits who are already caught in the security dragnet. According to army sources, at least 90 militants and 34 Bhutan Army personnel were killed and about 160 people, including 100 militants were reportedly injured in the fight between the troops of the Royal Government of Bhutan and rebels in southern Bhutan since Tuesday.

The officials of the Bhutan army and their Indian counterparts on late Tuesday night said 34 personnel of the Bhutan Army were killed and 60 injured in the exchange of fire with the militants. Among the militants killed during the operation were 12 KLO insurgents, 40 NDFB militants and 38 ULFA ultras, they said. The Central Headquarters (CHO) of the ULFA had been completely demolished by the Bhutan Army jawans, they said, adding some massive encounters occurred at Kalikhola, Tintala and Bukka among other places in that country.

The road link between India and Bhutan had virtually been snapped following the deployment of the Army. The rebels were armed with rocket launchers, grenade launchers, assault rifles, pistols and mines. The rebels had also laid a number of booby traps in and around the training camps.

THE TELEGRAPH 18 DEC 2003

None like Tom, say sleuths

PROBIR PRAMANIK

Siliguri, Dec. 17: The arrest of two top Kamtapur Liberation Organisation leaders today will break the backbone of the outfit, said intelligence sources here.

The KLO's crack squad chief Tom Adhikary alias Joydeb Roy and second-in-command Milton Burman alias Mihir Das were today picked up from their hideouts in Bhutan.

"The arrests are going to have a telling effect on the KLO's future, provided the outfit survives the military offensive launched by the Royal Bhutan Army in the southern districts of the Himalayan kingdom. Burman is known to be the brain of the KLO. A master planner, he is an associate of the self-styled chief, Jeevan Singh, since childhood. The two along with Adhikary are the founder members of the outfit. Their arrests are a major blow to the separatist movement in north Bengal," said a military intelligence officer.

"The three are worshipped by a section of Rajbonshi youths and have over the years enjoyed cult figure status, inspiring many young men to trail the path of militancy. They enjoyed publicity earlier elusive to the KLO brass and used to attract a large number youths to the armed rebellion," said an officer.

According to police, even if the outfit survives the military attack, it would be difficult to replace Adhikary. As chief of the action squad, Adhikary was credited by his Ulfa and National Democratic Front of Boroland (NDFB) comrades for planning and executing daring operations with precision.

Surrendered KLO militants have often spoken of Adikary's ruthlessness, said a senior officer. Adhikary and Burman were among the first batch of KLO militants who were trained by the Ulfa and the NDFB in the camps in Bhutan. The two controlled KLO's major operations and undertook recruitment drives.

Adhikary was also the groups' principal fundraiser. "His name inspired fear in the tea industry and the trading community in north Bengal, helping the KLO extort money from businessmen," said a senior police officer. A fugitive, he always managed to give the security agencies the slip after major strikes.

The Ulfa used to hire out KLO's arsenal and expertise mainly because of its crack squad chief, "who could complete a job with finesse", said a senior Jalpaiguri police official.

Security agencies feel the KLO will now lose contact with international gunrunners and rebels, including the Maoists in Nepal. "Burman was reportedly in Bangladesh recently to purchase assault rifles and communication devices," a sleuth said.

বাংলাদেশের ঘাঁটি থেকে কে এল ও শিবিরে অস্ত্র, স্বীকারোক্তি মিল্টনদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বাংলাদেশ সরকার ক্রমাগত অস্বীকার করলেও সে-দেশে ঘাঁটি গেড়েই অসম ও ডুয়ার্স হয়ে ভুটানে তাদের শিবিরে অস্ত্র পাচার করা হয় বলে ভুটান পাহাড়ে ধরা পড়া কে এল ও জঙ্গিরা পুলিশি জেরার মুখে স্বীকার করেছে।

২০০১ সালে বাংলাদেশ থেকে কে এল ও জঙ্গিরা এই ভাবে 'একে' সিরিজের ২৬টি রাইফেল পাচার করতে সক্ষম হলেও দ্বিতীয় দফায়, এ বছর অগস্টে জঙ্গিদের অস্ত্র পাঠানোর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। অস্ত্র আনার উদ্দেশ্যে জঙ্গিদের অন্যতম শীর্ষ নেতা মিল্টন বর্মা ওরফে মিহির দাস চার মাস আগেই বাংলাদেশে গিয়েছিল বলে পুলিশকে জানিয়েছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার সিদ্ধিনাথ গুপ্ত মঙ্গলবার বলেন, "মিল্টন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি হোটেলে উঠেছিল। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করতে আসে কে এল ও-প্রধান জীবন সিংহ।" তবে সেই সফরে সে কোনও অস্ত্র আনতে পারেনি বলে জেরার মুখে পুলিশকে জানিয়েছে মিল্টন।

কিন্তু আগের দফায় অর্থাৎ ২০০১ সালে অস্ত্র এসেছিল। এস পি-র বক্তব্য, "২০০১ সালে একসঙ্গে একে সিরিজের ২৬টি রাইফেল বাংলাদেশ থেকে ডুয়ার্সের সঙ্কোশ নদীপথ হয়ে ভুটানে তাদের জঙ্গি শিবিরে পাচার করেছিল জীবন সিংহ। ওই কাজে জীবনের সহযোগী ছিল রোহিণী বর্মন ও সুরেশ রায়। টাকুরা দাস নামে তাদের এক সহযোগী কয়েকটি বাক্স-ভর্তি ওই আগ্নেয়াস্ত্র কালীখোলায় পৌঁছে দেয়।" কিন্তু বাংলাদেশের ঠিক কোন অঞ্চল থেকে, কত টাকা দিয়ে কে এল ও অস্ত্র সংগ্রহ করত, পুলিশ এখনও তা জানতে পারেনি। এস পি বলেন, "গোটা ব্যাপারটা দু'-এক দিনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। দ্বিতীয় দফায় ওরা অস্ত্র আনতে পারল না কেন, সেটাও বোঝা যাবে।"

বস্তুত, ওই পাঁচ জঙ্গিকে জেরা করে গত কয়েক বছরে জঙ্গি হামলার বিষয়ে এত দিন অজানা বহু তথ্যই বেরিয়ে এসেছে। জেরার মুখে ধৃত জঙ্গি টম অধিকারী ও মিল্টন বর্মা পুলিশকে জানিয়েছে, চার বছর আগে রাঙাপানিতে হামলা চালিয়ে রেলকর্মীদের বেতনের টাকা লুঠের ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল দুই আলফা নেতা রুস্তম চৌধুরী ওরফে হরিমোহন রায় এবং কল্যাণ রায় ওরফে জেনসন সাংমা। পুলিশ সুপার জানান, ওই ঘটনায় যে-সব কে এল ও জঙ্গি জড়িত ছিল, তাদের নাম পরিমল বাসুনিয়া, দীপচাঁদ, পবিত্র সিংহ ও সুরেশ রায়। এর মধ্যে পরিমল ও দীপচাঁদের হদিস এখনও পায়নি পুলিশ। পবিত্র এ বারের সেনা অভিযানে টমদের সঙ্গেই ধরা পড়েছে। সুরেশকে গ্রেফতার করা হয়েছে ২০০২ সালে। রুস্তম চলতি বছরেই জলপাইগুড়ি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে।

এর পাশাপাশি, ২০০২ সালের মার্চে ডুয়ার্সের ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর বাজার থেকে অসমের বিধায়ক চন্দন সরকারের ছেলে প্রদীপকে অপহরণের ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার কথা কবুল করেছে টম ও মিল্টন। তারা জানিয়েছে, ওই ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছিল আলফা নেতা বিজু চক্রবর্তী ও অনিমেষ কাকোতি। এস পি বলেন, "আমরা জানতে পেরেছি, ওই দিন

এর পর পাঁচের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA 14 DEC 2003

P.T.O

স্বীকারোক্তি মিল্টনদের

প্রথম পাতার পর

অনিমেষ, মিল্টন ও টম একই মোটরসাইকেলে ছিল। এই ভাবে অপহরণ করে বছরে ৪০ লক্ষ টাকা রোজগারের উপায় বার করেছিল জঙ্গিরা।"

একই সঙ্গে তাদের জেরা করে কে এল ও-র সঙ্গে কে পি পি-র সম্পর্কের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করছেন পুলিশ। এস পি বলেন, "জীবন সিংহ নিজে কে পি পি-র সঙ্গে সম্পর্ক রাখত এবং বৈঠকও করত। একটি বৈঠকে অতুল রায় ও নিখিল রায় দু'জনেই উপস্থিত ছিলেন। তবে গত দু'বছরে তাদের মধ্যে কোনও বৈঠক হয়নি।" রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল শ্যামল দত্তের নেতৃত্বে এক দল অফিসার এই ব্যাপারে মঙ্গলবার ধৃত পাঁচ জনকে জেরা শুরু করেছেন।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার বলেন, জঙ্গিরা জানিয়েছে কে এল ও শিবিরে মোট ২৭টি একে সিরিজের রাইফেল, তিনটি ইউনিভার্সাল মেশিনগান এবং পাঁচটি নাইন এম এম পিস্তল ছিল।

এর মধ্যে বিভিন্ন সংঘর্ষের পরে ও সেনা অভিযান মিলিয়ে মোট উদ্ধার করা হয়েছে আটটি রাইফেল ও দু'টি পিস্তল। এখনও তাদের কাছে ১৯টি রাইফেল, তিনটি পিস্তল ও তিনটি ইউনিভার্সাল মেশিনগান রয়েছে। আলফাদের শিবিরে রকেট-চালিত গ্রেনেড, ভি-৭ রকেট লঞ্চার, স্নাইপার রাইফেল, এম-১৬ মেশিনগান, ল্যান্ড মাইন ও প্রচুর বিস্ফোরক থাকার কথা তারা স্বীকার করেছে।

এ বছর কে এল ও দ্বিতীয় দফার অস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা নেওয়ার পরে তহবিলের প্রশ্ন ওঠে। তখনই তাদের সুপ্রিমো জীবন সিংহ সিদ্ধান্ত নেয়, ময়নাগুড়ির ব্যবসায়ী প্রতীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপহরণ করা হবে। কিন্তু প্রতীকের মুক্তিপণের ৪০ লক্ষ টাকার সিংহভাগ নিয়ে জীবন সিংহ বাংলাদেশে চলে যায়। তার পরে জীবন সিংহের সঙ্গে দেখা করে অস্ত্র আনার বিষয়টি চূড়ান্ত ফয়সালা করতে মিল্টন ঢাকা শহরে গিয়েছিল। সেখানে জীবনের সঙ্গে মিল্টনের দেখাও হয়। কিন্তু অস্ত্র আনা হয়নি।

পুলিশ মনে করছে, নিজেকে নিরাপদ রাখতে জীবন বাংলাদেশে তার ডেরার ঠিকানা দলের অন্য কাউকে তো নয়ই, এমনকী সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মিল্টনকেও জানায়নি।

টম ও মিল্টন স্বীকার করেছে, ১৯৯৮ সালে আলফার সঙ্গে হাত মিলিয়ে শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীকে অপহরণের ছক কষে তারা।

কিন্তু অপহরণের দিন কাকতালীয় ভাবে সেখানে একটি পুলিশের গাড়ি চলে আসায় গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তার পরেই তারা বারবিশার ব্যবসায়ী নরেশ দাসকে অপহরণ করে। কে এল ও জঙ্গিদের দ্বিতীয় অপহরণ শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী রোশনলাল গর্গ। তার পরেই ঘটে রাঙাপানির ঘটনা।

ANADABAZAR PATRIKA 14 DEC 2003

Acid test for KPP chief

STATESMAN NEWS SERVICE

SILIGURI, Dec 13. — Tomorrow's central committee meeting of the Kamtapur Peoples' Party may become an acid test for its president Mr Nikhil Roy, as it will be the first time Mr Roy gets to preside over a party meeting after being elected KPP president in March.

Mr Roy is expected to do the balancing act by pacifying his adversary Mr Atul Roy and his lobby, while keeping his own associates in good humour. Matters have become for complicated for the KPP president following a statement against him by former central committee member Mr Dundeshwar Roy.

Disciplinary action against Mr Dundeshwar Roy and the party's Jalpaiguri district unit president Mr Subal Roy is the condition that Mr Atul Roy has imposed on the party president.

He has also hinted at breaking away from the party if the KPP chief failed to take satisfactory action against Mr Dundeshwar Roy and Mr Subal Roy, and threatened to convene a parallel meeting on 15 December.

Though he was silent ever since Mr Atul Roy raised the demand for his punishment, Mr Dundeshwar Roy has now asking the party to take action against Mr Atul Roy.

If the development has caught the KPP chief off-guard, he is concealing it well. He said: "I seriously hope that the internal strife does not affect party unity," he said over telephone from his Jalpaiguri residence today. The KPP chief claims he's had discussions with Mr Atul Roy as well. "I trust he will be present at tomorrow's meeting."

Mr Atul Roy is, on the other hand, maintaining a low profile on the eve of the meeting, but, his supporters said he is unlikely to budge from his stand of skipping the meeting.

And, both leaders are holding meetings with their core groups.

While a section of the central committee members have had several rounds of discussions at Mr Nikhil Roy's Daukimari residence yesterday, Mr Atul Roy's supporters held a closed door meeting at his residence at Shivmandir near Siliguri today.

THE STATESMAN 14 DEC 2003

আলফার মাথা 'মামা' নিহত

তিন জঙ্গি গোষ্ঠীর যৌথ বন্‌ধ উত্তরবঙ্গ, আসামে

বিশ্বজিৎ আচার্য, সমর দেব: আলিপুরদুয়ার ও গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর— ভুটানের জঙ্গলে সেনা অভিযানে বিপর্যস্ত আলফা, এন ডি এফ বি এবং কে এল ও শনিবার থেকে ৪৮ ঘন্টা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে গোটা আসাম ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশে। সেনা অভিযানে আলফার 'মস্তিষ্ক' অশীতিপর ভীমকান্ত বড়গোহাঞির নিহত হওয়ার খবর আসায় এই বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। তিনটি জঙ্গি সংগঠনের পক্ষে গুয়াহাটিতে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকে পাঠানো এক ই-মেল বার্তায় এই খবর জানানো হয়েছে। ওই যৌথ বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে ভুটান ও ভারতীয় সেনার যৌথ আক্রমণ থেকে শিশু ও মহিলারাও রেহাই পাচ্ছেন না। অশীতিপর ভীমকান্ত ওরফে মামাকে মারা হয়েছে। এর প্রতিবাদে শনিবার ভোর পাঁচটে থেকে ৪৮ ঘন্টার বন্‌ধ ডেকেছে ওই তিন জঙ্গি সংগঠন। ওই বার্তায় স্বীকার করা হয়েছে সেনা অভিযানের ফলে তিনটি সংগঠনের ১৯টি শিবির ধ্বংস হয়েছে এবং ১২০ জন সদস্য এখনও পর্যন্ত নিহত হয়েছেন। এদিন সেনা সূত্রে বলা হয়েছে, সেনা অভিযানের প্রথম দিনই ভীমকান্ত আহত হন। মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার। এদিকে ভুটানের জঙ্গলে পাঁচদিন ধরে চলতে থাকা 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট'-এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এখন স্বয়ং রাজা জিগমে সিংগে ওয়াংচুক। এক বিবৃতিতে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জিগমে থিনলে একথা জানিয়ে বলেছেন, ভুটানের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে মরিয়া রাজা নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সেনা অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। একেবারে সামনের সারি থেকে। এর ফলে ভুটান ফৌজের 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' আরও তীব্র হচ্ছে। শুরুর পর ৯৬ ঘন্টা পার হলেও জঙ্গি বিরোধী এই অভিযানের গোপনীয়তা লক্ষ্য করার মতো। মুখে কুলুপ এঁটেছে প্রায় সব পক্ষই। ভুটান রাজের ফৌজি জওয়ানরা এখনও ভারত বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত জঙ্গি ঘাঁটিগুলি উৎখাত করতে ব্যস্ত। অন্যদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তে বাড়িয়ে চলেছে সেনা মোতায়েন সেনা মোতায়েন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ভুটান সেনা বেশ কিছু জঙ্গিকে বন্দী করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে। চোখ-মুখ কালো কাপড়ে ঢেকে ওই জঙ্গিদের তেজপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদের পরিচয় জানা যায়নি। ভারতীয় সেনাবাহিনী সীমান্তে নজরদারি বাড়ালেও

ভুটান-নরেশের নেতৃত্বে অভিযান

এরপর ৫ পাতায়

P. T. O

AAJKAL

10 DEC 2003

Congress sets up panel for Telengana

By Mahendra Ved
TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The Congress announced a regional coordination committee for Telengana recently to "respect the sentiments"of the people of that region, and called for the consolidation of all the anti-NDA votes in Andhra Pradesh ahead of the assembly polls.

But the party is yet to decide on an identical demand for Vidarbha in neighbouring Maharashtra, which also goes to the polls next year. Logically, party sources say, Vidarbha should receive similar treatment. But the process of consultations is yet to be completed.

Two senior leaders, N.K.P. Salve and Vasant Sathe, have been agitating for a separate Vidarbha body of the party preparatory to an eventual formation of a separate state.

While not stating that it is for a separate Telengana state or, for that matter, Vidarbha, the Congress appears to be working on the regional sentiments as part of its overall strategy to challenge the dominant regional parties—the ruling Telugu Desam and the Shiv Sena—which are opposed to their political turfs being divided.

An additional advantage the Congress wants to derive is to confront the BJP—a junior partner of both the TDP and the Shiv Sena. The BJP had initially supported a separate Telengana in its 1998 poll manifesto, but has since gone back on it.

Asked whether this would not prompt the NDA—in the case of Andhra Pradesh, the ruling TDP and the BJP—into pitching for an undivided state in its appeal to the electorate, Congress general secretary in charge of AP Ghulam Nabi Azad pointed to the BJP's earlier stand in favour of a separate Telengana.

Not being in power at the Centre, the Congress is in no position to decide on separate states, but can corner the BJP on the issue. Mr Azad said the Congress would write to the Vajpayee government reiterating its demand that a second States Reorganisation Commission (SRC), on the lines of the one formed in the 1950s, be constituted.

THE TIMES OF INDIA

Loyalist at KPP helm, Atul to run the show

Pramod Giri
Siliguri, November 23

THE KAMTAPUR People's Party (KPP) elected Sunil Roy as elected its new president at a marathon general body meeting on Friday night at Chengrabanda in Cooch Behar.

New spokesman Atul Roy claimed that the election of the new central committee and of Sunil Roy as the president were a moral victory for him. Observers and party insiders had said the recent developments were actually paving the way for Atul to be the president once again.

"The election of 16 members in the new central committee and Sunil Roy as its president has come as a big jolt for those responsible for factionalism in the party," Atul Roy told *Hindustan Times*. "The party is again under a single leadership."

The Chengrabanda meeting was convened by acting president of the party, Nasir Ali Pramanik, following the dissolution of the central committee headed by Nikhil Roy.

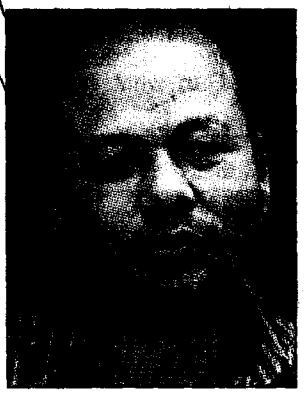

Atul Roy
In control

Though the dissolution was projected as the only way to do away with factionalism, political observers said that Pramanik, believed to an Atul loyalist, dissolved the central committee when a majority of leaders in the panel were trying to sideline Atul.

The dissolution came as a major relief for Atul who was already dislodged from the post of president and later suspended for his "anti-party" activities. It was Subash Burman, the general secretary, who convinced other members to vote against Atul.

But, since then, Atul has managed to win over a section of party leaders who were not members of the dissolved central committee.

Subash Burman though has retained his post as the general secretary.

Political observers had felt that Atul would be re-elected as president in the meeting. But, had Atul been re-elected president, then the factionalism problem would not have been resolved.

At any cost, senior leaders did not want to repeat the mistake. So it paved the way for Sunil Roy, who was in jail for more than one year. But Atul still has a control over the party.

THE HINDUSTAN TIMES 24 NOV 2003

THE STATESMAN
23 NOV 2003

Meet to decide KPP future

STATESMAN NEWS SERVICE

SILIGURI, Nov. 22. — The crucial meeting of the Kamtapur People's Party at Chengrabandha in Cooch Behar could decide its future.

According to KPP insiders, the outcome could either pave the way for a return to power for former president Mr Atul Roy or his lobby, or lead to a split.

The meeting has been convened by the party's acting president, Mr Nasir Ali Pramanik, much to the frustration of a major section of the party's central committee. A section of the leadership is still uncertain about attending the meeting which, they feel, is being organised to placate the former president.

The KPP is sharply divided between supporters of Mr Atul Roy and the present president, Mr Nikhil Roy. Though the latter is in jail, he wields considerable influence on party supporters from Jalpaiguri and Cooch Behar districts.

Mr Atul Roy is, on the other hand, the party's most well-known leader with a strong support base in the Darjeeling plains and North Dinajpur.

The removal of Mr Atul Roy from the party president's post in February created controversy. He was replaced by Mr Nikhil Roy, a political fugitive who decided to surrender after being elected to the top post.

The dispute grew after Mr Atul Roy made an issue of the president's surrender. The party issued him a show cause on charges of alleged anti-party activities. Last month, the central leadership under the acting president suspended Mr Atul Roy from the party for a year. Mr Roy had announced thereafter, that he will launch a parallel organisation in November.

The situation changed suddenly when Mr Pramanik disbanded the central committee. He came out in support of Mr Atul Roy, saying that some of the central committee members had conspired against him.

Next, he convened a meeting on 22 November to elect a new central committee and top office-bearers.

Caught off-guard by the reversal, the central committee members refused to accept Mr Pramanik's decision saying the acting president was not constitutionally empowered to disband or constitute the central committee.

Tonight's meeting is significant against the backdrop. "Since the meeting does not have Mr Nikhil Roy's sanction, the outcome will not be binding on us," said a central committee member and Nikhil Roy loyalist.

Atul Roy suspended from KPP for a year

HT Correspondent
Siliguri, November 3

FOUNDER PRESIDENT of the Kamtapur People's Party (KPP) Atul Roy has been suspended from the party for a year on grounds of "anti-party" activities.

The decision, which was taken at an emergency meeting of the KPP faction in Mainaguri of Jalpaiguri district on Saturday, brings to the fore the dissension within the party.

In the absence of elected president Nikhil Roy, who surrendered to the Jalpaiguri police on March 18, the verdict was endorsed by central committee vice-chairman, Nasir Ali Pramanik Pramanik. The meeting, chaired by Pramanik, also rescheduled the KPP's two-day general session to November 7.

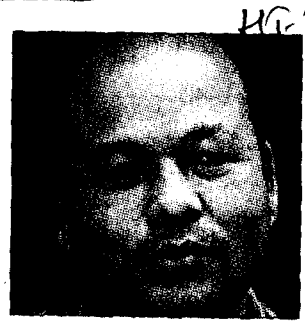

Atul Roy
Unfazed

The decision, which was announced by KPP central committee member Dundeswar Roy on Monday, will come as a shocker to Atul Roy's faction. Atul supporters had summoned a special session on November 8 to oust Nikhil and elect Atul as president.

Atul, however, remains unfazed. The party is yet to send a formal communication to him. He described the suspension as "meaningless" decision taken by "a few frustrated party leaders" alarmed at the call for a special session

Atul claimed his was the "official" KPP and that the special session at Gossainpur would be attended by almost all KPP district leaders in North Bengal.

The KPP founder-president stressed that the special session was "constitutional" and that those who had suspended him had acted "undemocratically" and "unconstitutionally".

He reiterated his charge that Nikhil, by surrendering to the police without knowledge of the central committee, had betrayed the party. "Nikhil must be removed. I can never allow him to the ruin the party," Atul said. He said that the KPP members are unhappy with his rival Nikhil's "unilateral decision" to surrender.

THE HINDUSTAN TIMES 4 NOV 2003

Betrayal and after

Ghisingh knows how to manage

It is no secret in Darjeeling or anywhere else that Subash Ghisingh breathes fire every time he faces a challenge. A recent occasion was the Betrayal Day observed by opposition parties attempting to capitalise on disaffection among people of the hills. Several hundred crores of development funds have been spent by the Hill Council since 1988 when it was set up as an autonomous body by Rajiv Gandhi. The results are scarcely evident in what was once the queen of hills stations, now badly hit by power cuts, scarcity of drinking water and the boom in unauthorised constructions with the GNLF-controlled municipality pretending not to know. Confronted by popular resentment, Ghisingh has no option but to revive the Gorkhaland slogan and even warn of bloodshed. In a fit of spurious kindness, he claims that he will proceed "cautiously" to avoid violence; he forgets that everyone knows who masterminded the turbulence of the eighties. This is his only defence against persistent charges of corruption and wasteful expenditure. The man who claims "I'm still white" has a lot to answer for.

Ghisingh has shamelessly abused power relegating the opposition to a paper existence and has put GNLF dissidents in their place. To that is added skills displayed in keeping the CPI-M guessing; there is no response from Alimuddin Street to his frequent threats to revive the statehood demand. Betrayal Day did not make an impact. But Ghisingh is not the one to allow anti-GNLF forces to get the upper hand. That he is in command does nothing to add to his credibility even as he claims that Darjeeling's progress surpasses development work "in other parts of the country or even in USA". Ghisingh, more than most politicians, lays no claim to honesty. He manages to remain firmly entrenched.

THE STATESMAN

8 SEP 2003

Soren again!

Kamtapuris should beware

Whatever sympathy Kamtapuris may draw, aggravated by neglect on the part of the the Marxist government in West Bengal, there is no reason to believe that Sibu Soren will inject any vigour into their struggle. He was last seen addressing a rally in Midnapore in which he promised full support. What may have escaped the notice of these tribals was that Soren was only trying to draw them into his plans for a Greater Jharkhand combining two districts of Bihar, three of West Bengal and four of Orissa into a union for the greater glory of Sibu Soren! This transparent manoeuvre has been rejected by all three states. Soren, however, does not give up easily. Now that the BJP is firmly in the saddle in Jharkhand, he is badly in need of issues to keep his head above water — hence the mission to Midnapore.

That is not to say that Kamtapuris do not deserve a better deal. Their movement has led to violence in which Marxists have been the target. An alliance with Soren, responsible for much disruption in undivided Bihar before he was exposed, cannot do the Kamtapuris any good. All they need to do is to look at neighbouring Jharkhand where the electorate opted for the BJP in place of tribal leaders who let them down miserably, even preferring to side with Laloo Prasad Yadav. Soren has much to answer for including serious criminal cases against him. His raving and ranting against the CPI-M is merely a device and it is no secret that he is in the habit of making himself available to the highest bidder. The Midnapore visit aims at returning to centrestage, using familiar tactics. Kamtapuris should not fall into the trap.

THE STATESMAN

3 SEP 2003

THE STATESMAN

Sathe, Salve form Vidarbha Congress

Mohan Sahay in New Delhi and PTI

Aug. 17. — Mrs Sonia Gandhi today received another setback in Maharashtra's Vidarbha region, considered to be a Congress stronghold, after two senior leaders Mr Vasant Sathe and Mr NKP Salve decided to float a new regional group, the Vidarbha Congress, after quitting the Congress.

The new party will be launched on 2 September, Mr Salve told a press conference here after addressing a meeting of pro-Vidarbha Congress workers. Mr Sathe said in Gurgaon that the new party would be ready to align with any party which supports the demand for a separate Vidarbha.

Though Mr Sathe, a former Union minister, said he still considered Mrs Gandhi as his leader, the statement has been received by the AICC headquarters in the capital as the bargaining ground of the defiant leaders to force the Central leadership to support the creation of a new state of Vidarbha out of Maharashtra.

The Congress leadership can't say that it was taken by surprise. Mr Salve had written earlier to Mrs Gandhi and also met her in person to impress upon the leadership to create a regional Congress committee and declare officially, as it did in the case of the creation of Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal, that the party was for a separate state of Vidarbha. However, Mrs Gandhi and her advisers dismissed the demand.

In Nagpur, Mr Salve said the sentiments among the people for the creation of a separate Vidarbha state were so strong that those opposing its formation would forfeit their deposits in the Assembly elections in Maharashtra.

"The Congress has all along neglected the cause of Vidarbha," he alleged. This evening's meeting of party loyalists will finalise the floating of the new regional group. He said the creation of smaller states, which are economically and administratively viable, is the "need of the hour" and in national interest.

What might worry the Congress is the active support of the Nationalist Congress Party leaders in Maharashtra to Mr Sathe and Mr Salve in their move to split the Congress in the state on the issue of separate statehood for Vidarbha. The Congress leaders say that Mr Sathe was feeling "neglected" in the organisational set up and so was Mr Salve.

But the headache of the Congress is not limited to the two leaders who are out of focus both at the national level and in the state. The present president of the Maharashtra Congress Committee, Mr Ranjit Deshmukh's entire support base is in the Vidarbha region. It is a matter of speculation if Mr Deshmukh too would join the Vidarbha Congress.

A joint move of the Congress leaders from Vidarbha in the new group and the NCP would work against the Shiv Sena whose political support base is on the wane outside Mumbai, according to the NCP sources.

Cong takes fright at BJP film, page 5

18 AUG

Panic follows daylight murder of GNLF man

STATESMAN NEWS SERVICE

SILIGURI, June 21. — Panic prevailed in Darjeeling today following the murder of GNLF activist Kiran Thakuri, brother of DGAHC councillor Mr Netra Kumar Thakuri, around 10.30 a.m. near the motor stand in the town.

Shops and establishments closed down as the hill town observed an undeclared bandh after the incident.

Confusion prevails over the number of persons allegedly involved in the act. While eyewitnesses say that about 15 persons had attacked Thakuri, police say four to five persons were involved.

According to senior police officials in Darjeeling, the victim, too, had murder charges against his name. He was out on bail.

The police suspect intraparty rivalry as the cause of the murder. According to police, search is on against some persons in a number of areas including Lebong. The GNLF has condemned the incident and demanded immediate arrest of the culprits.

Criticising the murder, the state urban development minister Mr Asok Bhattacharya said in Siliguri that the crime could have been the result of an inner conflict in the GNLF. He also pointed out that fallouts in the party has recently led to similar such incidents in the Darjeeling hills, which needs attention of the party.

Thakuri was the third GNLF leader to have been murdered in recent times after CK Pradhan of Kalimpong and Prakash Theeng of Goak, Darjeeling.

Mr Bhattacharya also said that the police would be asked to find out the culprits and bring t hem to book as soon as possible.

THE STATESMAN

22 JUN 2003

E.U. to revamp executive wing

By Batuk Gathani

BRUSSELS, MAY 3. The European Union is moving closer to having an elected President, with the approval of plans to transform its executive arm, the European Commission, into a two-tier meritocratic body.

This timetable, which was agreed upon, is rated as an epoch-making move, which will define the parameters of the expanded E.U. The deal was informally agreed upon between the European Commission and parliamentarians. The 15-member E.U. with a population of 375 million, is in process of admitting 25 more members with a population of over half a billion, by end of current decade.

Last night, the President of the European Commission, Romano Prodi, persuaded the 19 Commissioners or Ministers, to back a plan which would make the Commission more like a national government. The Commission will also have the authority to promote or sack "junior" commissioners, who are responsible for implementation of the policies laid out by the E.U. According to Mr Prodi, smaller member states may also have one commissioner each. He argued that a Commission of 25 or more members could work if a powerful president had the right to organise the team with a strong inner executive taking key political decisions. Some of the 19 present Commissioners representing 15 member states have argued that such a body could be "too unwieldy" but in the end, they agreed to back the plan.

The E.U. is in the process of drafting a new Union Treaty. This is being done by the European Convention led by the former French president, Valary Giscard d'Estaing, who has also submitted plans for election of the president. This has caused resentment among the smaller member states but according to observers, a consensus has now been reached.

Policy makers are also trying to ensure that a firm figure on the number of Commissioners is agreed upon, in order to ensure that smaller countries are not "over represented" in proportion to their population and contribution to the Union's budget. There is also a proposal for a permanent bureau to run the "European Council". Only last month, the struggle for power and influence in an expanded E.U. seemed divisive in the background of the on-going rumpus among both smaller and larger member states.

THE HINDU

4 MAY 2003